দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

মণিরামপুর (যশোর): বিদ্যালয় কাঁটা দিয়ে ঘিরে দেওয়ায় রোদে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা -ইত্তেফাক

মণিরামপুরে দুর্বৃত্তরা কাঁটা দিয়ে ঘিরে রেখেছে বিদ্যালয় ভবন

■ মণিরামপুর (যশোর) সংবাদদাতা

মণিরামপুরে একটি বিদ্যালয় ভবন কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে চার দিন যাবৎ ঘিরে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। এতে ওই বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ অভিভাবকরা অজানা আশঙ্কায় রয়েছেন।

সরেজমিন জানা যায়, উপজেলার ঢাকুরিয়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল ভবন ও জমি দখল করে কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে চার দিন যাবৎ ঘিরে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। ওই বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। এতে করে শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার পাশাপশি মানষিক ভাবে ভেঙে পড়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

বিদ্যালয়টি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৯ সালে ক্রয়কৃত ১৫ শতক জমির ওপর ২০১৩ সালে ভবন নির্মাণ করে অত্যন্ত সুনামের সাথে নার্সারি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ওই জমির মালিকানা দাবি করে স্থানীয় ব্রহ্মপুর গ্রামের বলয় মন্ডল ও বিমল মন্ডল আদালতে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে রায় হলে তারা পুনরায় উচ্চ আদালতে আপিল করেন। সেখানেও একই রায় বহাল থাকে। পরে তারা হাইকোর্টে একটি আপিল করে যা এখনো বিচারাধীন রয়েছে। এদিকে ওই স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে গত শনিবার স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান এরশাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম সাজ্জাদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ বৈঠক চলছিল। এ সময় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আহাদ আলীর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত সন্ত্রাসী জোরপূর্বক স্কুলটিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং গোটা স্কুল ক্যাম্পাস কাঁটা ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামানকে শারীরিভাবে লাঞ্ছিত করে।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ জানান, ওই গ্রামের মৃত রামপদ মন্ডলের ওয়ারেশ রাধু দাসী ওরফে বুচিসহ তার চার কন্যা ওই জমির প্রকৃত মালিক বলে আমরা জেনে আসছি। নিম্ন আলাদতও সেই রায় দেন। পরে বলয় মন্ডল ও বিমল মন্ডল নামের দুই ব্যক্তি ওই জমির মালিকানা দাবি করে হাইকোর্টে আপিল করেছেন বলে শুনেছি। যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

অভিভাবক আমীর হামজা জিকো বলেন, আমার দাবি হল যদি অপর পক্ষ আইনের মাধ্যমে স্কুলের জমিটি পেয়েও যায় তাহলে তাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতো। আমার ছেলে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া। এখন বছরের মাঝ সময়ে এসে এমন কাজ করায় আমরা হতবাক ও উদ্বিগ্ন।'

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামান জানান, 'অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করিয়েছি। হঠাৎ সন্ত্রাসীরা, আমাকে লাঞ্ছিত করে স্কুলটি দখল করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোন প্রতিকার পাইনি।'

মণিরামপুর থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, 'স্কুলের অধ্যক্ষ হাদীউজ্জামানের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত ১৪৪ ধারা জারি করেছে।'